যুগান্তর

তারিখ 2 1 AUG 2009 ... ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৬ ......

ঢাবির ছাত্র বিক্ষোভের ঘটনা

তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট সংসদীয় কমিটির প্রত্যাখ্যান

যুগান্তর রিপোর্ট

জরুরি অবস্থার সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সেনাবাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সংঘাতের ঘটনায় গঠিত বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত তদন্ত কমিটির রিপোর্ট প্রত্যাখ্যান করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি। সংসদীয় কমিটি রিপোর্ট দুটিকে অসম্পূর্ণ এবং অপ্রাসঙ্গিক উল্লেখ করে বলেছে, 'বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কারও কারও ইন্ধনে বিভিন্ন এজেন্সি ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের জন্য পরিকল্পিতভাবে এ ঘটনা ঘটিয়েছে।

বৃহস্পতিবার জাতীয় সংসদ ভবনে

তদন্ত : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৪

তদন্ত : রিপোর্ট

অনুষ্ঠিত শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির বৈঠকে দুটি রিপোর্ট প্রত্যাখ্যানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। কমিটির সভাপতি রাশেদ খান মেনন কমিটির বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। বৈঠকে কমিটির সদস্য হুইপ মির্জা আজম, বীরেন শিকদার, হুইপ শেখ আবদুল ওহাব, অধ্যক্ষ মোঃ শাহ আলম, মোঃ জিয়াউর রহমান, কাজী ফারুক কাদের, আলহাজ্ব মমতাজ বেগম, শিক্ষা সচিব সৈয়দ আতাউর রহমানসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকে ২০০৭ সালের ২০ থেকে ২৩ আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র বিক্ষোভের ওই ঘটনা খতিয়ে দেখা, ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত, এজন্য তথ্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেল এবং বিবিসিসহ বিদেশী অন্যান্য গণমাধ্যমের কাছ থেকে ফুটেজ সংগ্রহ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি। এছাড়াও কমিটি এ ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত সবগুলো মামলা প্রত্যাহারের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাছে সুপারিশ করে।

এর আগে ২ আগস্ট সংসদীয় কমিটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সেনাবাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সংঘাতের ঘটনা তদন্ত করার সিদ্ধান্ত নেয়। তারা ওই ঘটনায় নির্যাতিত ছাত্র-শিক্ষকসহ সংশ্লিষ্টদের বক্তব্য শোনা ছাড়াও পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখতে ছাত্র বিক্ষোভের ঘটনার পর গঠিত বিচারপতি হাবিবুর রহমান খানের নেতৃত্বে গঠিত বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত পৃথক দুটি তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন চায়।

এক-এগারোর পর ২২ আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠে সেনাবাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের প্রথমে বাদানুবাদ হয়। খেলা দেখাকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট এই বাদানুবাদের এক পর্যায়ে সেনাসদস্যরা সাধারণ ছাত্রদের ওপর হামলা চালায়। এর ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্ররা প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে। এর রেশ ধরে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়লে কয়েকদিন অচল হয়ে পড়ে রাজধানীসহ গোটা শিক্ষাঙ্গন।

নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে দেশে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে ভুক্তভোগী শিক্ষকরা ছাত্র বিক্ষোভের ঘটনা পুনঃতদন্তের দাবি জানান। সম্প্রতি অধ্যাপক ড. আনোয়ার হোসেন, অধ্যাপক মুনতাসীর মামুনসহ ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েক জন শিক্ষক বিষয়টি পুনঃতদন্তের অনুরোধ জানিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির কাছে চিঠি দেন। এ চিঠির আলোকেই পুরো বিষয়টি তদন্তের সিদ্ধান্ত নেয় সংসদীয় কমিটি।

এ প্রসঙ্গে কমিটির সভাপতি রাশেদ খান মেনন বলেন, বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশনের প্রতিবেদনটি কমিটি খতিয়ে দেখেছে। কমিটির কাছে তদন্ত রিপোর্টটি অসম্পূর্ণ ও অপ্রাসঙ্গিক মনে হয়েছে। তদন্ত কমিটি তাদের আওতার বাইরে গিয়েও তদন্ত কাজ চালিয়েছে। তদন্ত প্রতিবেদনে এ ঘটনা কেন হয়েছে, এর সঙ্গে কারা জড়িত এসব উল্লেখ না করে উল্টো এ ঘটনার দায় ছাত্র-শিক্ষকদের ওপর চাপানো হয়েছে। তাই এ প্রতিবেদন গ্রহণযোগ্য নয়।

তিনি বলেন, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তদন্ত রিপোর্টেও কারা এ ঘটনা ঘটিয়েছে এবং কারা জড়িত ছিল সে বিষয়টি উল্লেখ নেই। কিন্তু কমিটি মনে করেছে, এ ঘটনার সঙ্গে সামরিক-বেসামরিক লোকেরা জড়িত ছিল। এ বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছে রিপোর্ট চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেই রিপোর্টেও চার শিক্ষকের মামলা প্রত্যাহার ছাড়া আর কিছু নেই। এ অবস্থায় সংসদীয় কমিটি ছাত্র বিক্ষোভের ঘটনার জন্য দায়ীদের খুঁজে বের করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

রাশেদ খান মেনন বলেন, ওই ঘটনায় ৬৮টি মামলা হয়েছিল। যে কারণে ছাত্র-শিক্ষকদের ব্যাপক হয়রানির শিকার হতে হয়েছে। এ পর্যন্ত ৫৮টি মামলা প্রত্যাহার হয়েছে। কমিটি এ ঘটনায় দায়েরকৃত বাকি সব মামলা প্রত্যাহারের সুপারিশ করেছে। এছাড়াও ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের ঘটনা না ঘটে সে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।